

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
৩২, বিচারপতি এস.এম. মোর্শেদ সরগি
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
www.nanl.gov.bd

স্মারক নং : ৪৩.২৫.০০০০.০০৩.১৮.০২১.৯৭.-২৫০১

তারিখ : ০৮ কার্তিক ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৩ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

জাতীয় আরকাইভস ব্যবহার নির্দেশিকা

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরাধীন বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস -এর আরকাইভাল রেকর্ডস গবেষণা, ব্যবহার ও তথ্যসেবা সংশ্লিষ্ট সার্বিক কার্যক্রমে নিম্নরূপ নির্দেশিকা অনুসৃত হবে :

১. জাতীয় আরকাইভসে গবেষণা করার জন্য সদস্য হতে হবে। এ ক্ষেত্রে গবেষকের পরিচিতি এবং গবেষণার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত হয়ে সদস্য করা হবে।
২. জাতীয় আরকাইভস ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত ফরম সঠিকভাবে পূরণপূর্বক আবেদন করতে হবে। আবেদন ফরমের সঙ্গে ০১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি এবং জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)/জন্মসনদ/পাসপোর্ট/ড্রাইভিং লাইসেন্স-এর সত্যায়িত ফটোকপি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট দাখিল করতে হবে।
৩. তবে এম.ফিল/পিএইচ.ডি/চাকরিরত গবেষকগণ স্ব স্ব সুপারভাইজার/বিভাগীয় সভাপতি/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র দাখিল করে আরকাইভাল সামগ্রী ব্যবহার করতে পারবেন।
৪. বিদেশি গবেষককে আবেদনপত্রের সঙ্গে তাঁদের কূটনৈতিক মিশন থেকে প্রত্যয়ন পত্র এবং স্পন্সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্র জমা দিতে হবে। সেই সাথে ০১(এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও পাসপোর্টের ফটোকপি জমা দিতে হবে।
৫. সরকারি ও বেসরকারি অফিসিয়াল/প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় থেকে তথ্য সেবা গ্রহণ করতে হলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত ব্যক্তিকে তথ্য প্রদানের জন্য ক্ষমতাপত্র (Authorization Letter) প্রদান করতে হবে।
৬. বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস ভবনে গবেষণা উপযোগী সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি সুবিশাল গবেষণাকক্ষ রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষিত আরকাইভাল রেকর্ডস বিষয়ে গবেষণা করতে নির্ধারিত গবেষণাকক্ষটি ব্যবহার করতে হবে।
৭. গবেষণা সেবা গ্রহণের পূর্বে জাতীয় আরকাইভস থেকে প্রদত্ত পরিচয়পত্র/আইডি কার্ড প্রদর্শন করতে হবে।
৮. গবেষণাকক্ষে রক্ষিত রেজিস্টারে গবেষকের নাম, অন্যান্য তথ্য এবং প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় লিপিবদ্ধ করতে হবে।
৯. গবেষক গবেষণাকক্ষে বসে গবেষণার কাজ করবেন এবং সংরক্ষণাগার বা স্ট্যাক ব্লকে প্রবেশ করতে পারবেন না।
১০. গবেষণাকক্ষে ব্যাগ, ক্যামেরা, খাবার, পানি ইত্যাদি নিয়ে প্রবেশ নিষেধ। তবে গুরুত্ব বিবেচনায় বিশেষ প্রয়োজনে উপপরিচালক (আরকাইভস)-এর লিখিত অনুমতি গ্রহণপূর্বক ডিজিটাল ক্যামেরা নিয়ে প্রবেশ করা যাবে। লিখিত অনুমতিতে অবশ্যই কি ধরনের নথি এবং নথি থেকে কত কপি ছবি তোলা হবে তা উল্লেখ থাকতে হবে।
১১. গবেষণা কক্ষে উচ্চস্বরে বা জোরে অথবা অন্যের গবেষণা কাজ ব্যাহত হতে পারে এমন ভাবে কথা বলা যাবে না। যথাসম্ভব নিঃশব্দে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।
১২. গবেষকগণ চাহিত রেকর্ড/তথ্য পাওয়ার জন্য গবেষণাকক্ষ থেকে সরবরাহকৃত নির্ধারিত রিকুইজিশন স্লিপ ব্যবহার করবেন।
১৩. গবেষণার সময় জাতীয় আরকাইভস থেকে সরবরাহকৃত রেকর্ডপত্রে কোনো প্রকার দাগ, মার্ক, আঠায়ুক্ত কাগজ এবং কলম/পেন্সিল ব্যবহার করা যাবে না।
১৪. রেকর্ডের উপর হাত রেখে পড়া, রেকর্ডের উপর কাগজ রেখে লেখা এবং রেকর্ড ভাজ করা যাবে না। রেকর্ড সবসময় টেবিলের উপর সমতলে রেখে পড়তে হবে।
১৫. ডিজিটাল সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে গবেষণা শাখায় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক আইটি শাখা হতে ডিজিটাল নথিপত্র ব্যবহার করতে পারবেন। আইটি শাখায় ব্যক্তিগত ল্যাপটপ, পেনড্রাইভ, হার্ডড্রাইভ বা অন্য কোনো ডিভাইস নিয়ে প্রবেশ ও ব্যবহার করা যাবে না।
১৬. জাতীয় আরকাইভসের রেকর্ডসমূহ জাতীয় সম্পদ। কোনো অবস্থাতেই রেকর্ডস বা আরকাইভ সামগ্রীর কোনো প্রকার ক্ষতি বা বিনষ্ট করা যাবে না। যদি কোনো ব্যক্তি রেকর্ডস বা আরকাইভ সামগ্রীর কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন

করেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২১ নং আইন) এর ২২ ধারার বিধানাবলিসহ দেশে প্রচলিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন প্রযোজ্য হবে। উক্ত আইনের ২২ ধারার বিধানাবলি নিম্নরূপ :

“(১) যদি কোনো ব্যক্তি জ্ঞাতসারে জাতীয় আরকাইভসে রক্ষিত কোনো রেকর্ড, নথিপত্র, পত্রিকা, মানচিত্র, পাণ্ডুলিপি বা দলিলপত্র ইত্যাদি বিকৃত করেন, দাগান্বিত করেন, ছিড়িয়া ফেলেন, ক্ষতিগ্রস্ত বা সার্ভারে রক্ষিত তথ্য মুছিয়া ফেলেন বা হ্যাক করেন, তাহা হইলে উহা হইবে এই আইনের অধীন একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড এবং অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি কোনোভাবে আরকাইভসে রক্ষিত কোনো রেকর্ড, নথিপত্র, পত্রিকা, মানচিত্র, পাণ্ডুলিপি বা দলিলপত্র ইত্যাদি আত্মসাৎ করেন, দেশে বা বিদেশে পাচার করেন বা জাতীয় আরকাইভস ভবনের বাহিরে অসৎ উদ্দেশ্যে স্থানান্তর করেন, তাহা হইলে উহা হইবে এই আইনের অধীন একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ড এবং অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।”

১৭. বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস থেকে কোনো রেকর্ডসের মূল কপি সরবরাহ করা হয় না। বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২১ নং আইন) এর ১৬ ধারার বিধানাবলি প্রতিপালন সাপেক্ষে, শুধুমাত্র অনুলিপি প্রদান করা হয়।
১৮. সরকারি ও বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি পর্যায়ের সকল ক্ষেত্রে সেবা প্রদান সংক্রান্ত সরকার নির্ধারিত ফি প্রযোজ্য হবে।
১৯. একজন গবেষককে তার গবেষণার প্রয়োজনে একটি ভলিউম থেকে একত্রে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) পৃষ্ঠা ফটোকপি প্রদান করা যেতে পারে। ফটোকপি করার পূর্বেই নিয়ম মারফিক ফটোকপির মূল্য পরিশোধ করে রসিদ গ্রহণ করতে হবে (প্রতি পৃষ্ঠা পত্রিকা ৫ টাকা; দুপ্রাপ্য গ্রন্থ, নথি, গেজেট ৫ টাকা; সাধারণ গ্রন্থ ২ টাকা এবং প্রতি পৃষ্ঠা স্ক্যানিং ও প্রিন্টিং ১০ টাকা, ক্যামেরা স্ক্যান ২ টাকা হারে)।
২০. জাতীয় আরকাইভসের কোনো রেকর্ডপত্র সরকারি প্রয়োজনে অন্য দপ্তরে/নথি সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানে নেওয়ার প্রয়োজন হলে মহাপরিচালকের লিখিত অনুমোদনক্রমে ১৫ (পনের) দিনের জন্য গ্রহণ করা যাবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত রেকর্ডপত্র কোনো প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ছাড়া ফেরত প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার আপত্তি/কারণ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।
২১. অফিসের প্রয়োজনে জাতীয় আরকাইভসের কোনো রেকর্ডপত্র অধিদপ্তরের বাহিরে নেওয়ার প্রয়োজন হলে পরিচালক/উপপরিচালক (আরকাইভস)-এর স্বাক্ষরযুক্ত গেট পাস গ্রহণ করতে হবে।
২২. জাতীয় আরকাইভস থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত গবেষণাকর্মে “জাতীয় আরকাইভস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে” মর্মে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।
২৩. সংরক্ষণাগার বা স্ট্যাক ব্লকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যতীত অন্যদের প্রবেশ সীমিত থাকবে।
২৪. গবেষণাকক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী এই নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন।
২৫. উল্লিখিত নির্দেশমালা সকলকে মেনে চলার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।
২৬. কর্তৃপক্ষ সময়ের আবর্তে এই নির্দেশিকা পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন/সংযোজন এবং বিয়োজনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।


২৩/১১/২০২১ ২৬

ড. খান মোঃ নূরুল আমিন

মহাপরিচালক (অতি. সচিব)

ফোন : +৮৮-০২-২২২২১৮৩৪৬

ইমেইল : dg@nanl.gov.bd

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে) :

১. পরিচালক (আরকাইভস), আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. প্রোগ্রামার, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. উপপরিচালক (আরকাইভস), আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪. গবেষণা কর্মকর্তা, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা (গবেষকগণকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।
৫. সকল কর্মকর্তা, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬. নোটিশ বোর্ড, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।